নিউজক্রিড। বাংলাদেশের এক সফল টেক স্টার্টআপ। সাফকাত ইসলাম, ইরাজ ইসলাম ও আসিফ রহমান– এই তিন তরুণ বাংলাদেশির হাত ধরে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল এই স্টার্টআপের। এখন নিউজক্রিড নামের এই স্টার্টআপ সাফল্যের সাথে কনটেন্ট সার্ভিস ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকার মাটিতে। ঢাকার বনানীর এক গ্যারেজে কাজ শুরু হয়েছিল নিউজক্রিডের। এখন তাদের ব্যবসায়িক প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আমেরিকায়। এছাড়া ঢাকা ও লন্ডনে এদের কার্যালয় রয়েছে। মাত্র তিনজন দিয়ে শুরু করে এখন তাদের রয়েছে ১৫০ কর্মী।

জানা গেছে, দারুণ সব কনটেন্ট তৈরি করে বিজনেস ব্র্যান্ডগুলোকে সহায়তা দিচ্ছে নিউজক্রিড। সেরা মিডিয়া পার্টনার, সাংবাদিকদের সাথে কাজ করে কনটেন্ট মার্কেটিংয়ে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে নিউজক্রিড। বিভিন্ন প্লাটফর্মে তাদের নিজেদের কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যাররের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই বাংলাদেশি স্টার্টআপ। প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, ব্লু ক্রস ব্লু শিল্ড, স্প্রিন্ট, জেরক্স, ভিসা, ব্যাংক অব আমেরিকা, এআইজি ও টাইম ইঙ্কের মতো নামি-দামি ব্র্যান্ড এখন নিউজক্রিডের ক্লায়েন্ট। এছাড়া কনটেন্ট লাইসেন্সিং ও কনটেন্ট মিডিয়া পাবলিশারদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে নিউজক্রিড। এরা 'দ্য নিউজ রুম' নামে একটি নতুন সার্ভিসও চালু করতে যাচ্ছে, যেখানে ফ্রিল্যান্সারেরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কনটেন্ট প্রয়োজন মতো নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। নিচুমানের অনেক কনটেন্ট তৈরির চেয়ে মানসম্পন্ন কমসংখ্যক কনটেন্ট তৈরির দিকে নজর বেশি নিউজক্রিডের। প্রতিটি ব্লগপোস্টের জন্য নিউজক্রিড ৫০০ ডলার করে সম্মানী দেয়। আর্টিকল যদি বেশি রিসার্চ করে লেখা হয়, তবে সম্মানী বাড়িয়ে ১০০০ ডলার পর্যন্ত দেয়া হয়। কনটেন্ট প্ল্যানিং থেকে অ্যাপ্রুভাল পর্যন্ত সব কাজ করে দেয় এই স্টার্টআপ। কনটেন্টের মাধ্যমে একটি ব্র্যান্ডকে কী করে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তোলা যায়, তা-ই সাফল্যের সাথে প্রমাণ করে আসছে নিউজক্রিড।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বেশ কিছু অর্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমেরিকার বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৪ কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহ করতে পেরেছে এই সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ। তাদের তহবিল সংগ্রহ করে দেয় ইন্টার ওয়েস্ট পার্টনারস, মেফিল্ড ফান্ড, ফার্স্টমার্ক ক্যাপিটাল ও আইএ ভেঞ্চারর মতো বড় বড় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড প্রতিষ্ঠান। নিউজক্রিডের মতো আরও অনেক বাংলাদেশি টেক স্টার্টআপ বিশ্ববাজার থেকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা যায়। সুখের কথা, স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোতে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল জোগান দেয়ার হার এখন সময়ের সাথে বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের টেক স্টার্টআপগুলা এখন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহের সুযোগ সহজেই নিতে পারে।

বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তথা ভিসি-ব্যাকড কোম্পানিগুলোতে ২০১৫ সালের দ্বিতীয় চতুর্থক বা কোয়ার্টারে ১৮১৯টি চুক্তির মাধ্যমে ৩২৫০ কোটি ডলারেরও বেশি তহবিল সরবরাহ করেছে। আর ২০১৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ভিসি-ব্যাকড কোম্পানিগুলো বিশ্বব্যাপী ৫৯৮০ কোটি ডলারের তহবিল সংগ্রহ করেছে। 'ভেঞ্চার পালস কোয়ার্টার ২, ২০১৫' নামের প্রথম ত্রৈমাসিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল রিপোর্ট সিরিজে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে 'কেপিএমজি ইন্ট্যারন্যাশনাল' ও ভেঞ্চার ডাটা কোম্পানি 'সিবি ইনসাইটস'। ২০১৫ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভেঞ্চার তহবিল সংগ্রহ বাড়ার পরিমাণ ২০১৪ সালের প্রথম দুই